ব্রি ধান১০৩

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান১০৩ আমন মৌসুমের একটি জাত। জাতটির কৌলিক সারি BR(Bio)8961-AC26-16। প্রথমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ব্রি ধান২৯ এর সাথে FL378 এর সংকরায়ণ করা হয় এবং পরবর্তীতে পরবর্তীতে F_1 generation এ এ্যন্থার কালচার পদ্ধতি (জীব প্রযুক্তি) ব্যবহার করে হোমোজাইগাস গাছ তৈরি করা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা মাঠে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচনের পর ৩ বৎসর ফলন পরীক্ষার করা হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত কৌলিক সারিটি আমন ২০১৮ মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত কৌলিক সারিটির ফলন ব্রি ধান৪৯ এর চেয়ে বেশী হওয়ায় প্রস্তাবিত জাত হিসেবে নির্বাচিত হয়। পরবর্তীতে জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মুল্যায়ন দল কর্তৃক আমন ২০২১ মৌসুমে ব্রি ধান৮৭ (চেক জাত) এর সাথে কৃষকের মাঠে প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় আমন মৌসুমের জন্য একটি জাত হিসাবে চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয় এবং কৃষকের মাঠে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০২২ সালে জাতটি ছাড়করণ করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১২৫ সে.মি.।
- ডিগ পাতা খাড়া এবং পাকার সময় কান্ড ও পাতার রং সবুজ থাকে।
- দানা লম্বা ও চিকন।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৩.৭ গ্রাম।
- চালে অ্যামাইলোজ এর পরিমাণ ২৪%।

ব্রি ধান১০৩

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান১০৩ এর জীবনকাল ব্রি ধান৮৭ এর প্রায় সমসাময়িক। গাছের কান্ড শক্ত, ডিগ পাতা খাড়া, লম্বা ও চওড়া। ধানের ছড়া লম্বা ও ধান পাকার সময় ছড়া ডিগ পাতার উপরে থাকে। ধান লম্বা এবং চাল সোজা। চালের আকার আকৃতি লম্বা ও চিকন হওয়ায় কৃষক ধানের দাম বেশী পাবে। চাল রপ্তানীযোগ্য।

জীবনকাল: জাতটির গড় জীবনকাল ১২৮-১৩৩ দিন।

ফলন: এ জাতটির **ফলন** প্রতি হেক্টরে ৬.২ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে জাতটি প্রতি হেক্টরে ৮.০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ জাতটি রোপা আমন মৌসুমে বৃষ্টি নির্ভর চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী রোপা আমন ধানের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** ১-২৩ আষাঢ় পর্যন্ত অর্থাৎ (১৫ জুন থেকে ৭ জুলাই)।
২. **চারার বয়স:** ২৫-৩০ দিন।
৩. **রোপণ দুরত্ব:** ২৫ সে.মি × ১৫ সে.মি
৪. **রোপণ চারা রোপণ:** ২৩ আষাঢ় থেকে ৩১ শ্রাবণ পর্যন্ত অর্থাৎ (৭ জুলাই থেকে ১৫ই আগষ্ট)।
৫. **চারার সংখ্যা:** প্রতি গোছায় ২-৩টি।
৬. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৬.১ ইউরিয়া	টিএসপি/ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক
২৪	১১	১৩	৯	১.৬

৬.২ জমি শেষ চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং অর্ধেক এমওপি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১০-১২ দিন পর ১ম কিস্তি, ২০-২৫ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৩৫-৪০ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক এমওপি সার তৃতীয় কিস্তি ইউরিয়ার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। তবে গাছ যথেষ্ট সবুজ থাকলে ইউরিয়া তৃতীয় কিস্তির অর্ধেক মাত্রায় (৪ কেজি/বিঘা) প্রয়োগ করতে হবে।

৭. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন:** ব্রি ধান১০৩ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করা উচিৎ। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৮. **আগাছা দমন:** রোপণের পর অন্তত ৩৫-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৯. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** রোপণের পর চাল শক্ত হওয়া পর্যায় পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমানে রস থাকা প্রয়োজন। এ সময় খরা দেখা দিলে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

১০. **ফসল পাকা ও কাটা:** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ১০ কার্তিক - ১ অগ্রহায়ণ (২৫ অক্টেবর-১৫ নভেম্বর)। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পরিপক্ক এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ ধান অর্ধ-স্বচ্ছ এবং অর্ধ-পরিপক্ক হলে দেরী না করে ধান কেটে ফেলা উচিত।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd